শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণো লোহিতাক্ষঃ প্রতর্দনঃ।
প্রভূতস্ত্রিককুদ্ধাম পবিত্রং মঙ্গলং পরম্॥ ২০

শাংকরভাষ্য : কর্মেন্দ্রিয়ৈর্ন গৃহ্যতে ইতি *অগ্রাহ্যঃ* 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১) ইতি শ্রুতেঃ। শশ্বত্ সর্বেষু কালেষু ভবতীতি *শাশ্বতঃ*, 'শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্' (নারায়ণোপনিষৎ ১৩।১) ইতি শ্রুতেঃ। ''কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ।/ বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি শাশ্বতঃ॥'' (মহাভারতে উদ্যোগপর্ব ৭০।৫) ইতি ব্যাসবচনাৎ সচ্চিদানন্দাত্মকঃ *কৃষ্ণঃ*। কৃষ্ণবর্ণাত্মকত্বাদ্বা *কৃষ্ণঃ*।

কৃষামি পৃথিবীং পার্থ ভূত্বা কার্ষ্ণায়সো হলঃ।
কৃষ্ণো বর্ণশ্চ মে যস্মাত্তস্মাৎ কৃষ্ণোঽহমর্জুন॥

ইতি মহাভারতে। (শান্তিপর্ব ৩৪২।৭১) লোহিতে অক্ষিণী যস্যেতি *লোহিতাক্ষঃ* 'অসাবৃষভো লোহিতাক্ষঃ' ইতি শ্রুতেঃ। প্রলয়ে ভূতানি প্রতর্দয়তি হিনস্তীতি *প্রতর্দনঃ*। জ্ঞানৈশ্বর্যাদিগুণৈঃ সম্পন্নঃ *প্রভূতঃ*। ঊর্ধ্বাধোমধ্যভেদেন তিসৃণাং ককুভামপি ধামেতি *ত্রিককুদ্ধাম* ইত্যেকমিদং নাম। 'যেন পুনাতি যো বা পুনাতি ঋষির্দেবতা বা তৎ *পবিত্রম্*' 'পুবঃ সংজ্ঞায়াম্' (পাণিনিসূত্র ৩।২।১৮৫) 'কর্তরি চর্ষিদেবতয়োঃ' (তদেব ৩।২।১৮৬) ইতি ভগবৎ-পাণিনিস্মরণাৎ ইত্রপ্রত্যয়ঃ। অশুভানি নিরাচষ্টে তনোতি শুভসন্ততিম্।/স্মৃতিমাত্রেণ যৎ পুংসাং ব্রহ্ম তন্মঙ্গলং বিদুঃ॥ ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণবচনাৎ কল্যাণ-রূপত্বাদ্বা *মঙ্গলম্*। *পরং* সর্বভূতেভ্যঃ উৎকৃষ্টং ব্রহ্ম। মঙ্গলং পরম্ ইত্যেকমিদং নাম সবিশেষণম্॥

ভাষ্যানুবাদ : 'অপ্রমেয় হৃষীকেশ' ইত্যাদি নামবন্ধে যে নারায়ণের স্তুতি করছিলেন পিতামহ ভীষ্ম, তা তাঁর নির্গুণতত্ত্বের স্তুতি—আকৃতি, প্রকৃতি যেখানে আরোপিত, প্রক্ষিপ্ত। সে যেন শ্রীরামকৃষ্ণবর্ণিত সেই বহুরূপীর উপমা : ''সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, কখনও নীল আরও সব কত কি হয়। আবার কখনও দেখি কোনও রঙই নেই।'' তাই পূর্ববর্তী শ্লোকের শেষ চরণে পিতামহ বলেছিলেন তিনি অণু-ও নন, তিনি বৃহৎ-ও নন, তিনি স্থবিষ্ঠঃ, স্থবিরঃ, ধ্রুবঃ।

সেই অনুবৃত্তি এনেই এই শ্লোকে পিতামহের ঈক্ষণ অবতার শ্রীকৃষ্ণে—অগ্রাহ্য, শাশ্বত এগুলি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ। পিতামহ যেন শ্রীমদ্ভাগবতের সুরে বলতে চাইছেন, এই শ্রীকৃষ্ণ ''অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ'' (ভাগবত, ১।১।২০)। অর্থাৎ বিষ্ণুসহস্রনামের এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা। তিনি যেন বলতে চাইছেন—